|  |
| --- |
| **তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

বর্তমান বিশ্বে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং তথ্য পাওয়ার অধিকার একটি সমাজের স্বাধীনতার পরিচায়ক। তথ্য এবং যোগাযোগের সাথে উন্নয়ন এখন অধিক মাত্রায় সম্পৃক্ত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেকোনো দেশের উন্নয়নে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সম-ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীসমাজও অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। উন্নয়নের এ স্রোতোধারা বহমান রাখার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবার নিকট অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। জনগণ তথ্যসমৃদ্ধ হলে তারা ক্ষমতাবান হয়। সে কারণে, বাংলাদেশে একটি সুস্থ মূল্যবোধসম্পন্ন গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণসহ সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, নির্বাচনি ইশতেহার, ২০১৮-এ নারীর ক্ষমতায়ন এবং এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় নারীবিষয়ক নিম্নবর্ণিত ০৫(পাঁচ)টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

* **সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ :** শিশু ও নারীদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ মাতৃত্ব, শিশু ও মাতৃমুত্যুর হার হ্রাস, নবজাতক শিশুর পরিচর্যা, শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো ইত্যাদি বিষয়ের উপর সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এর ফলে সমাজে বসবাসরত সকল পর্যায়ের মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্য সমুন্নত থাকবে;
* **মানসম্মত শিক্ষা :** শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান করা হয়। এর ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা হ্রাস হবে এবং নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে;
* **নারী ও পুরুষের সমতা :** সিআরসি, সিডোতে উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এর ফলে সমাজে প্রচলিত নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য দূর করে তাদের মধ্যে সমতা আনা সম্ভব হবে;
* **নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন :** পরিবারে প্রতিটি কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার এবং উন্নতমানের স্যানিটেশন ব্যবস্থা রাখার জন্য বিভিন্ন আঙ্গিকে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে;
* **জলবায়ু কার্যক্রম :** জলবায়ু নেতিবাচক পরিবর্তনের ফলে শিশু ও নারীদের ক্ষতিকর বিভিন্ন দিক তুলে ধরে অনুষ্ঠান ধারণ ও প্রচার করা হয়।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ১৪৯ | ১২৭ | ২২ | ১৪.৭ |
| তথ্য অধিদফতর | ৩৪৩ | ২৮২ | ৬১ | ১৭.৮ |
| গণযোগাযোগ অধিদপ্তর | ৬৩০ | ৫৯০ | ৪০ | ৬.০ |
| চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর | ১৭৮ | ১৪২ | ৩৬ | ২০.২ |
| জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট | ১২৭ | ১০৬ | ২১ | ১৬.৫ |
| বাংলাদেশ বেতার | ১,৮১১ | ১,৪২৬ | ৩৮৫ | ২১.৩ |
| বাংলাদেশ টেলিভিশন | ১,১৯৬ | ১,০৪১ | ১৫৫ | ১৩.০ |
| বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও সেন্সরবোর্ড | ১২৫ | ১২০ | ৫ | ৪.০ |
| তথ্য কমিশন | ৫৪ | ৪১ | ১৩ | ২৪.১ |
| বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা | ১৯৯ | ১৭৬ | ২৩ | ১১.৫ |
| অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা/ইনস্টিটিউট | ১৬৪ | ১৩৬ | ২৮ | ১৭.১ |
| **মোট :** | **৪,৯৭৬** | **৪,১৮৭**  | **৭৮৯** | **15.৯**  |

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | **সংশোধিত 2023-২4** | **বাজেট 2023-২4** | **প্রকৃত 2022-23** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)**  |
| --- | --- |
| জনসচেতনতা তৈরি এবং তথ্য অধিকার সমুন্নত রাখা | বাংলাদেশ বেতার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নারী উন্নয়ন বিষয়ে প্রতিদিন ১.১৮ ঘণ্টা এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রতিদিন ৩৬ মিনিট অনুষ্ঠান প্রচার করে। এসব অনুষ্ঠান নির্মাণে নারী শিল্পী ও কলা-কুশলী সমভাবে সম্পৃক্ত বিধায় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া নারী উন্নয়ন বিষয়ে নিয়মিত উঠান বৈঠক, কমিউনিটি সভা, ক্ষুদ্র ও খণ্ড সমাবেশ, মহিলা সমাবেশ, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, প্রবন্ধ, প্রামাণ্যচিত্র এবং ফিচার প্রচার ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এসকল কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। |
| আধুনিক, কার্যকর ও গণমুখী গণমাধ্যম শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন | নারী অধিকার, জেন্ডার সমতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহারে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মানসম্মত ও দর্শক-শ্রোতা প্রিয় অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার নারী উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ম্যাস মিডিয়া নিউজ এন্ড প্রোগ্রাম প্রোডাকশন টেকনিক, মডার্ন ব্রডকাস্ট জার্নালিজম, এসডিজি প্রভৃতি বিষয়ের উপর নানা প্রশিক্ষণ আয়োজন করে আসছে যেখানে ব্যাপক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে। গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ছাড়াও জেন্ডার ইস্যু, ‘সিডো’ সনদ বাস্তবায়ন ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কমপক্ষে ২০%-২৫% নারী প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। |

**6.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ‘শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈষম্য কমানোসহ নারীর সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন আনয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। নারীদের সার্বজনীন অধিকার সমুন্নত রাখতে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলার কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে নাটক, গান, গম্ভীরা, স্পট, জিঙ্গেল, আলোচনা সভা, ফিল্ড বেইজ রিপোর্টিং, বহিরাঙ্গন অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আমি মিনা বলছি, সাপ্তাহিক নাটক, সরাসরি ফোন ইন অনুষ্ঠান, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিশেষ দিবসে অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে নারীদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। ৬৪টি জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণকে নারীদের বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক অনুষ্ঠান নির্মাণ ও ধারণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

**7.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* গণমাধ্যমে নারীর দায়িত্ব ও এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট না হওয়া;
* নারীর প্রতি নেতিবাচক ও সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হওয়া; এবং
* অবাধ তথ্যপ্রবাহে নারীর প্রবেশাধিকার সীমিত থাকা।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণের বৈষম্য দূর করা, গণমাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি, নারী ও মেয়ে শিশুর ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটানো;
* নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক, সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচার বৃদ্ধি করা;
* বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমান সুযোগ রাখা;
* প্রচার মাধ্যম নীতিমালায় জেন্ডার প্রেক্ষিত সমন্বিত করা; এবং
* নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম সোপান হলো প্রশিক্ষণ। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, নবসৃষ্ট বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপে নারীদের অধিক হারে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা।